দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

30

ভিসি'র বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্যঃ শিক্ষক সমিতি

ইসলামী ভার্সিটির ছাত্রদের উপর ভাড়াটিয়া বাহিনীর পুনরায় হামলা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা।। এক দিনের ব্যবধানে গতকাল (মঙ্গলবার) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির ভাড়াটিয়া সশস্ত্র গ্রুপ ছাত্রদের উপর পুনরায় গুলীবর্ষণ ও হামলা চালাইয়াছে। বেলা ১১টার দিকে ৩০/৪০ জনের সশস্ত্র গ্রুপটি ক্যাম্পাস সংলগ্ন শেখপাড়া বাজারে বন্দুকসহ ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মিছিল বাহির করে। এক পর্যায়ে তাহারা উপস্থিত ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়া ৩/৪ রাউন্ড গুলী বর্ষণ করে। ইহাতে কেহ হতাহত না হইলেও (১৫শ পৃঃ দ্রঃ)

ভিসি'র বক্তব্য

(১ম পৃঃ পর)

দৌড়াদৌড়িতে ৫/৬ জন আঘাত পাইয়াছে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে সন্ত্রাসীরা পালাইয়া যায়। এদিকে গত দুইদিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় ও আশেপাশের এলাকায় অচেনা যুবকদের সন্দেহজনক ঘোরাফেরা বৃদ্ধি পাওয়ায় যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিয়াছে। আতংকগ্রস্ত ছাত্ররা বহিরাগতদের সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধে রাতভর হল প্রহরা দিতেছে। ছাত্রীহল জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্রনেতা মীর মোর্শেদুর রহমান বাদী হইয়া রবিবারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভিসির ভাড়াটিয়া বাহিনীর চিহ্নিত সাত সদস্যের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া থানায় সোমবার রাতে মামলা দায়ের করিয়াছেন। ভিসি ইনাম উল হক ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে একই থানায় অপর একটি মামলা করিয়াছেন। কুষ্টিয়া থানা পুলিশ সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শান্তিডাঙ্গা গ্রামে ব্যাপক তল্লাশী চালাইয়াছে। তবে কাহাকেও এ পর্যন্ত গ্রেফতার করিতে পারে নাই।

এদিকে ভিসি গত রবিবার সশস্ত্র গ্রুপ নিয়া অফিসে প্রবেশের পর সেখানে অবস্থানকালে সমর্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে নিজের অনিয়ম-দুর্নীতি সংক্রান্ত বেশকিছু ফাইল গায়েব করিয়াছেন বলিয়া গতকাল অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। গতকাল ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের পৃথক সমাবেশ হইতে অবিলম্বে তাঁহার অপসারণ দাবী করা হইয়াছে। গত তিন দিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিফোন ব্যবস্থা বিকল থাকায় আবাসিক ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চরম দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে।

এদিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার জাহান গতকাল (মঙ্গলবার) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ভিসি মুহাম্মদ ইনাম উল হকের বিবৃতিকে সম্পূর্ণ অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, একজন শিক্ষাবিদ হইয়া রবিবার প্রকাশ্য দিবালোকে তাহার ভাড়াটিয়া মাস্তান গ্রুপের মাধ্যমে ছাত্রদের রক্ত ঝরানো, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি সাধন ও শিক্ষকদের গালিগালাজ ও বিনা কারণে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ রাখিয়া যে ঘৃণ্য নজীর স্থাপন করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত ও লজ্জাজনক। শিক্ষক সমিতির সম্পাদক গতকাল জাতীয় দৈনিকসমূহের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতাদের নিকট আরো বলেন, সকল মহলের পক্ষ হইতে প্রত্যাখাত হইয়া এখন মামলার ভয়েই তিনি পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানাইতেছেন। এমতাবস্থায় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক সরকারের নিকট অবিলম্বে ভিসিকে অপসারণ এবং তাহার সকল দুর্নীতি ও রবিবারের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়াছেন।